মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ
জানুয়ারি ১৩, ২০০৭, শনিবার : পৌষ ৩০, ১৪১৩

মোখলেছ চৌধুরী আউট

সব খবর আগে হাওয়া ভবনে পৌঁছে দেওয়াই ছিল কাজ

কাগজ প্রতিবেদক : মোখলেছনামার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির পরই ক্ষমতাশালী ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির তথ্য উপদেষ্টা মোখলেছুর রহমান চৌধুরীর নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে। তবে তার ব্যক্তিগত সূত্রে বলা হয়, রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা মোখলেছুর রহমান চৌধুরী গতকাল শুক্রবার বিকালে পদত্যাগ করেছেন। তিনি বলেন, বিকালের দিকে তিনি পদত্যাগপত্র বঙ্গভবনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি দাবি করেন, বৃহস্পতিবার রাতে রাষ্ট্রপতির দেওয়া ভাষণের কিছু বিষয়বস্'র সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে তিনি পদত্যাগ করেন। রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের প্রেস সচিব থেকে রাতারাতি তথ্য উপদেষ্টা বনে যাওয়া মোখলেছুর রহমান চৌধুরী বঙ্গভবনকে নানাবিধ বিতর্কের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। তার উল্টাপাল্টা পরামর্শের কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বিভিন্ন বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছে। রাষ্ট্রীয় অনেক গোপন তথ্য আগেভাগেই হাওয়া ভবনে পৌঁছে দিতেন তিনি। সর্বশেষ বৃহস্পতিবারও রাষ্ট্রপতির রেকর্ডকৃত ভাষণ ও বঙ্গভবনের কার্যক্রম মোখলেছুর রহমান আগেভাগেই ফাঁস করে দেন হাওয়া ভবনে। শুধু তাই নয়, বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি দেশে জর''রি অবস্থা জারির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়ার আগেই মোখলেছুর রহমান আগ বাড়িয়ে তথ্য অধিদফতরে ফোন করে সংবাদ মাধ্যমের ওপর সেন্সরশিপ জারি করার মৌখিক নির্দেশ দেন। তার এই নির্দেশ পেয়ে তথ্য অধিদপ্তর তাৎক্ষণিকভাবে বেসরকারি টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্র অফিসগুলোতে টেলিফোন করে সংবাদ প্রকাশের ওপর সেন্সরশিপ আরোপ করে। অথচ রাত ৮টায় সরকারি তথ্য বিবরণীতে রাষ্ট্রপতির সারা দেশে জর''রি অবস্থা জারির ঘোষণা প্রচার করা হয়। ঐ তথ্য বিবরণীতে মিডিয়ার ওপর সেন্সর আরোপের বিষয়েও কিছু বলা হয়নি।
সংশিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, রাষ্ট্রপতি জর''রি অবস্থা জারি করার আগেই মোখলেছুর রহমান জর''রি অবস্থা জারির ঘোষণা প্রচার করে দেন। সূত্রগুলো জানিয়েছে, রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করে জর''রি অবস্থা জারি করা বিষয়ে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার জন্য বিকালেই সিদ্ধান্ত নেন। পরে এই ভাষণ রেকর্ডের পরপরই মোখলেছুর রহমান রাষ্ট্রপতির ভাষণ হাওয়া ভবনে পৌঁছে দেন। আরো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা শুর'' করেন তিনি। তার সঙ্গে যুক্ত হন একটি গোয়েন্দা সংস্থার ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা। মোখলেছুর রহমান ও ঐ গোয়েন্দা কর্মকর্তা আগেভাগেই বঙ্গভবন থেকে গুর''ত্বপূর্ণ তথ্য হাওয়া ভবনে পাচার করে দেওয়ায় অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বিষয়টি সিরিয়াসলি গ্রহণ করে এ দুজনের বির''দ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে অনুরোধ জানান। সূত্রগুলো জানিয়েছে, মোখলেছুর রহমান ও বিতর্কিত ঐ গোয়েন্দা কর্মকর্তার ভূমিকায় পরিস্থিতি আরো

জটিল হতে পারে এমন আশঙ্কার কথা জানালে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি এ দুজনকে অপসারণে সম্মত হন এবং বৃহস্পতিবার রাতেই তাদেরকে অপসারণ করা হয়। নির্ভরযোগ্য একাধিক সূত্রে জানা গেছে, বঙ্গভবন থেকে শেষ মুহূর্তে মোখলেছুর রহমানকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়ার মতো ঘটনাই ঘটেছে। আর এর মধ্য দিয়ে বঙ্গভবনে পরিসমাপ্তি ঘটে মোখলেছনামার।

উলেখ্য, বিএনপির মুখপত্র দিনকাল পত্রিকার সাংবাদিক মোখলেছুর রহমান চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ প্রেস সচিব নিয়োগ করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করার পর রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে মোখলেছুর রহমানকে বাদ দেওয়ার জন্য দাবি জানানো হলে রাষ্ট্রপতি উল্টো তাকে প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায় তথ্য উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত উপদেষ্টা মোখলেছুর রহমান উপদেষ্টা পরিষদের কেউ না হলেও উপদেষ্টা পরিষদের সভায় উপস্থিত থেকে গোপন সিদ্ধান্ত আগেই হাওয়া ভবনে পাচার করে দিতেন। এক পর্যায়ে উপদেষ্টাদের আপত্তির মুখে সভায় তার উপস্থিতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্' তার পরও দমে যাননি মোখলেছুর রহমান। সংবিধানের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে রাষ্ট্রপতির বরাত দিয়ে মোখলেছুর রহমান সরকারি বার্তা সংস্থা ও বিএনপি ঘরানার পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন সংবাদ প্রচার করতেন। সর্বশেষ গত ৮ জানুয়ারি সংবিধানের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বঙ্গভবন থেকে রাষ্ট্রপতির একটি বিবৃতি সরকারি বার্তা সংস্থার মাধ্যমে গভীর রাতে প্রচার করা হয়। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, বিএনপি-জামাত ঘরানার কয়েকজন আইনজীবী ও সাংবাদিকের পরামর্শে মোখলেসুর রহমান বঙ্গভবন থেকে এই বিবৃতি রাষ্ট্রপতির নামে প্রচার করেন। সূত্রগুলো জানিয়েছে, রাষ্ট্রপতির প্রশ্রয়ে মোখলেছুর রহমান নিজেকে রাষ্ট্রপতির বিকল্প মনে করতেন এবং এরবমই ছিল তার চালচলন। তার কারণে বঙ্গভবনে অনেক কর্মকর্তা কর্মচারীকে তটস্থ থাকতে হতো। বঙ্গভবনের ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে মোখলেছুর রহমান বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির মধ্যেও জড়িয়ে পড়েছিলেন।

This page has been printed from the web site of The Daily Bhorer Kagoj (www.bhorerkagoj.net).
URL: http://www.bhorerkagoj.net/news.php?id=34918&sys=3

Developed by: Colors of Bangladesh (www.colorsofbangladesh.com)